ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1970-1978
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.422

জাতীয় অর্থনীতিতে ইপিজেড- এর অবদান: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

মেহজাবীন ইলাহী, *সিনিয়র অফিসার ও গবেষক, ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ এক্সিলেন্স, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ*

Received: 23.02.2026; Accepted: 19.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Export Processing Zones (EPZs) are contributing greatly to the economy of Bangladesh, including earning foreign exchange. The objectives of this study are to review the history and historical context of EPZs in Bangladesh, to assess the contribution of EPZs to the national economy, to analyze the challenges of EPZs, and to discuss the opportunities of EPZs. This study has been carried out according to the qualitative research method, where information and data have been collected from secondary and open sources. The findings of the study suggest that it was observed that the first EPZ of Bangladesh was in South Halishahar of Chattogram in 1983 AD; the 2nd EPZ was in Savar, Dhaka EPZ in 1993 AD; Comilla EPZ was in Cumilla city in 2000 AD; Ishwardi EPZ was in Pabna in 2001 AD; and Uttara EPZ was in Nilphamari (Shangalshi) in Rangpur in the same year. The Mongla EPZ was established in 1998 at the Mongla port area in Bagerhat (1998); the Adamjee EPZ at Siddhirganj in Narayanganj in 2006; and the Karnaphuli EPZ was formed in the same year at North Patenga, Chattogram. There are 451 industrial establishments in the eight EPZs that were established in Bangladesh, of which 149 are garment factories. A total of US$ 81.04 million has been invested in eight EPZs in the last three months (July-September, 2020). On the other hand, employment opportunities have been created for 6,536 Bangladeshi citizens. Sometimes, foreign investors often face problems related to EPZ investment in terms of long-time delay, complexity of required documents, corruption, etc. In fiscal year 2021-2022, EPZ is making a great contribution to sustaining the country's investment, export earnings, and employment generation. The government needs to take more initiatives and amend policies to acquire trust from domestic and foreign investors. It will accelerate economic growth and earn foreign currency for Bangladesh.

Keywords: Export Processing Zones (EPZs), Bangladesh Economy, Foreign Direct Investment (FDI), Export Earnings and Employment, Industrial Development and Policy Challenges

যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নাজুক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে মূলধনের প্রসার, শিল্পায়ন ইত্যাদি বিষয়গুলো বাংলাদেশের জন্য খুবই দরকার ছিল। আশির দশকে বিশ্বব্যাংকের তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা বাংলাদেশে পরিদর্শনে এসে ইপিজেড (রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল) এর ধারণাটি এ অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। এ ধারণাটি পরবর্তীতে শিল্পনীতি যেমন ইপিজেড আইন ১৯৮০ প্রণয়নে ভূমিকা রাখে। ফলত , বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে ইপিজেড বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে (Fakir et al, 2013)। ইপিজেড এর উদ্ভাবনের ফলে বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (Special Economic Zones-SEZs) স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment-FDI) বাড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে বিশেষ করে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে ইপিজেডের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। উৎপাদন খাতে এফডিআইয়ের একটি বড় অংশ ইপিজেড খাতে ব্যবহৃত হচ্ছে। যদিও বাংলাদেশ ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেপজা) অধীনে ইপিজেডগুলির বিকাশ ও রক্ষণাবেক্ষণে সফল হয়েছে। অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে স্পিলওভার তৈরিতে ইপিজেড মডেলের সীমাবদ্ধতাগুলি শীঘ্রই স্পষ্ট হয়ে উঠছে (আলম এবং চৌধুরী, ২০১৬)।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও গত কোভিড-১৯ সময়কালেও ইপিজেড থেকে তুলনামূলক আয়ের ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত আটটি ইপিজেড এ ৪৫১ টি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে যার মধ্যে পোশাক কারখানা রয়েছে মোট ১৪৯টি। পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির পাশাপাশি এখন ইপিজেড চিকিৎসা শিল্পের সরঞ্জাম, মোবাইল যন্ত্রাংশ ও ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ইত্যাদি তৈরি করছে (হোসাইন, ২০২২)। বাংলাদেশে ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে নিম্নোক্ত দেশ যেমন, পশ্চিম ইউরোপের দেশ যেমন ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানী, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে এবং যুক্তরাজ্যে ২৪৫.৯০ মিলিয়ন ইউএস ডলার বিনিয়োগ করেছে। একই সময়ে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, মিশর, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, চীন, হংকং, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালেয়শিয়া, নেপাল, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, শ্রীলঙ্কা, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, ভানুয়াতু, এডিবি, আইএফসি এবং অন্যান্য দেশ ও প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে বিনিয়োগ করেছে (Kafi et al, 2007) । বর্তমানে বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।

ব্যক্তিখাত বা শিল্প বাজার অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে ধাবিত করে। জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে প্রণীত হলেও এখানে বৃহৎ শিল্প ও সেবাখাতের জন্য আলাদা নির্দেশনা রয়েছে। এ শিল্পনীতিতে গতিশীল শিল্পায়ন ও টেকসই বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে পৃথক বিনিয়োগ প্রণোদনা নিশ্চিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানী বৃদ্ধিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন ২০১০ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে (জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬, ২০১৬)।

বিশ্বের বিভিন্ন নামকরণা প্রতিষ্ঠান ও বিখ্যাত ব্র্যান্ড ও দেশ বাংলাদেশে উৎপাদিত ইপিজেড পণ্য আমদানী করে থাকে। যেমন যুক্তরাজ্যের ফিলিপ-মরিস, হাই-টেক, এমিলি, ফ্রি স্পিরিল, এডি বাউয়ার, ঈগল, রিলেহ ও মাদার কেয়ার ইত্যাদি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের পণ্য ক্রয় করে। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন, ও জার্মানি ইত্যাদি রাষ্ট্রের নামকরা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের পণ্য ক্রয় করে (রায়হান, ২০২২)। এ গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ যথাক্রমে- বাংলাদেশে ইপিজেড-এর ইতিহাস ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করা, জাতীয় অর্থনীতিতে ইপিজেড- এর অবদান মূল্যায়ন করা, ইপিজেড- এর চ্যালেঞ্জসমূহ বিশ্লেষণ করা এবং ইপিজেড-এর সম্ভাবনাসমূহ আলোচনা করা। এ গবেষণা কর্মটি অর্থনীতিবিদ, বিনিয়োগকারী, উন্নয়নকর্মী, গবেষক, বিশ্লেষক, আইনপ্রণেতা, এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জাতীয় অর্থনীতিতে ইপিজেড- এর অবদান, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে সহায়তা করবে।

পূর্ববর্তী গবেষণা গ্রন্থের পর্যালোচনা (Literature Reviews):

রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) নিয়ে দেশী ও বহির্বিশ্বে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড), শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি নিয়ে গুণগত ও সংখ্যাতাত্ত্বিক গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে নানান গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইপিজেড নিয়ে গবেষণাকর্ম পরিলক্ষিত হয়েছে।

Alam, এবং Murad, (2014) এ তারা মালেয়শিয়া এবং বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল নিয়ে একটি তুলনামূলক গবেষণাপত্র সম্পাদন করেছেন। এ গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে বাংলাদেশে সর্বনিম্ন মজুরি কম হওয়া সত্ত্বেও সন্তোষজনকভাবে বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ এবং রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল বাড়াতে পারেনি।

বাংলাদেশে বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ এর সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে একটি গবেষণাকর্ম সম্পাদন করা হয়েছে। এ গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ যথাক্রমে বাংলাদেশে এফডিআই-এর গুরুত্ব অধ্যয়ন করা, বাংলাদেশে এফডিআই আকর্ষণকারী প্রধান

নীতিগুলির রূপরেখা তৈরি করা, সার্ক দেশগুলির তুলনায় বাংলাদেশে এফডিআই প্রবাহের অবস্থা পরিমাপ করা, এফআইডি এর প্রবাহ এবং বহিঃপ্রবাহের তুলনা করা, বাংলাদেশে এফডিআই-এর প্রধান সম্ভাবনা ও সমস্যা চিহ্নিত করা; এবং বাংলাদেশে এফডিআই সংক্রান্ত কিছু পরিমিত পরামর্শ প্রদান করা (Rayhan, 2009)।

A N M Asaduzzaman Fakir, Mohammad Shahin Miah এবং Md. Shakawat Hossain (২০১৩) বাংলাদেশে ইপিজেড- এর ভূমিকা এবং রপ্তানী বহুমূখীকরণ বিষয় নিয়ে গবেষণাপত্র সম্পন্ন করেছেন। তাঁদের এ গবেষণার উদ্দেশ্য হলো যথা, প্রতিষ্ঠিত আটটি ইপিজেডগুলিতে অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী বিনিয়োগের প্রবণতা পর্যবেক্ষণ করা, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূচক ব্যবহার করে এই অঞ্চলগুলির রপ্তানি কর্মক্ষমতা বিশ্লেষণ করা এবং ইপিজেডগুলিতে রপ্তানি কর্মক্ষমতা এবং বিনিয়োগের নির্ধারকগুলি পরীক্ষা করা। এ গবেষণাটি মিশ্র গবেষণা পদ্ধতি অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে যেখানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

M. A. Rashid Sarkar (২০০৫) বাংলাদেশের শিল্পায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ এবং সম্ভাবনাসমূহ নিয়ে একটি গবেষণাপত্র সম্পাদন করেছেন। এ গবেষণা প্রবন্ধে তিনি শিল্পায়নের ইতিহাস, বাংলাদেশের শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা এবং শিল্পায়ন নীতি ইত্যাদি বিষয় তিনি তুলে ধরেছেন। Azam Khan এবং Munira Sultana (২০১৩) রপ্তানীতে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রভাব নিয়ে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেছেন যেখানে তারা বাংলাদেশের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। এ গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের রপ্তানীতে বিদেশী সরাসরি বিনিয়োগ প্রভাব চিহ্নিত করা, রপ্তানি ও সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের সম্পর্কে মূল্যায়ন করা। তারা এ গবেষণাটি অপ্রধান উৎস থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছের।

Sabiha Binta Hasan এবং Md. Kawser Ali (২০১৯) বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে ইপিজেড-এর ভূমিকা সম্পর্কিত একটি গবেষণাপত্র বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের গবেষণার উদ্দেশ্য যথাক্রমে বিনিয়োগ, রপ্তানী এবং কর্মসংস্থানে ইপিজেড এর কার্যক্ষমতা পর্যালোচনা করা, দেশে ইপিজেড এর ভূমিকা পরীক্ষা করা এবং বাংলাদেশে ইপিজেড এর চ্যালেঞ্জসমূহ বিশ্লেষণ করা।

বিনিয়োগের জন্য বিভিন্ন দেশে নানা ধরনের অর্থনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায়। যেমন পঞ্চাশের দশকে আয়ারল্যান্ডে, পরবর্তীতে এশিয়া ও আফ্রিকায় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়েছে (বণিক বার্তা, ২০২২)। পূর্ববর্তী গবেষণা গ্রন্থের পর্যালোচনায় এটা বিশ্লেষণ করা যায় যে, বর্তমান গবেষণাটি উপর্যুক্ত গবেষণার চেয়ে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র যেখানে জাতীয় অর্থনীতিতে ইপিজেড- এর অবদান তুলে ধরার পাশাপাশি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) এর চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতিঃ

এ গবেষণাটি গুণগত পদ্ধতি (Qualitative Research Methodology) অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে। এ পদ্ধতি সম্পন্নকল্পে অপ্রধান উৎস (Secondary Sources) থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। মূলত অপেন সোর্স থেকে এ গবেষণার উদ্দেশ্য অনুসারে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে মাধ্যমিক উৎস বলতে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ, সংশ্লিষ্ট জার্নাল, পত্রিকায় প্রকাশিত আর্টিকেল, সরকারী ও বেসরকারী ওয়েবসাইট, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেপজা) এর প্রকাশনা ও ওয়েবসাইট, ইন্টারনেটে প্রকাশিত তথ্য ও উপাত্ত, সরকারী পরিসংখ্যান, বই, ও ম্যাগাজিন ইত্যাদি মাধ্যম থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করে অত্র গবেষণায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল ও পর্যালোচনাঃ

বাংলাদেশে ইপিজেড- এর ইতিহাস ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং শিল্পায়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যদিও ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দের বেপজা আইন এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে। এই আইনের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়েছে (Fakir et al, 2013)। বাংলাদেশে রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে কর্মরত জনবলের অধিকার ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদী আইনের দৃষ্টিতে দেখার জন্য The Export Processing Zones (EPZ) Labour Act 2019 (the Act) প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনটি মালিক এবং কারখানায় কর্মরত জনবলের জন্য প্রযোজ্য। এ আইনটি মূলত সংশ্লিষ্ট মহলের মধ্যে যোগাযোগ (নেটওয়ার্ক), সুষ্ঠু কাজের পরিবেশ, ব্যবসার সম্প্রসারণ, নারীদের মাতৃত্বকালীন ও প্রয়োজনীয় ছুটি ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে (Rifat, 2024) ।

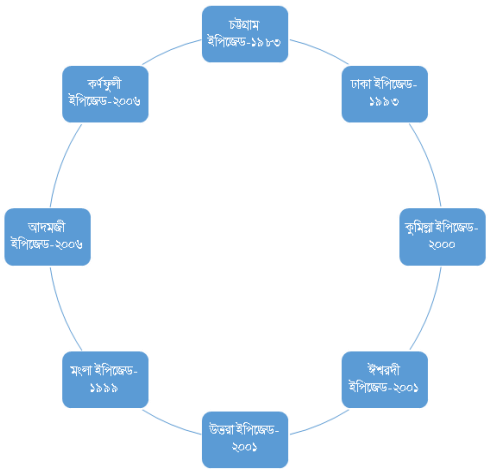

চিত্র ০১: বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ইপিজেডসমূহ (Fakir et al, 2013; Hasan & Ali, 2019)।

ইপিজেড আইন প্রণীত হওয়ার পর বাংলাদেশে ইপিজেড প্রতিষ্ঠা দ্রুতগতিতে প্রসারিত হয়। বাংলাদেশের প্রথম ইপিজেড চট্টগ্রামের দক্ষিণ হালিশহের ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা হয়। চট্টগ্রাম ইপিজেড অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার সাভারে দ্বিতীয়তম ঢাকা ইপিজেড প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে কুমিল্লা শহরে ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে কুমিল্লা ইপিজেড স্থাপন করা হয়। ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে পাবনার ঈশ্বরদীতে ইপিজেড উদ্বোধন করা হয়। একই বছরে (২০০১) রংপুরের নীলফামারীতে উত্তরা ইপিজেড প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে বাগেরহাটের মংলাতে 'মংলা ইপিজেড' প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তী ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে নারায়নগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে আদমজী ইপিজেড স্থাপন করা হয়। একই বছর (২০০৬) চট্টগ্রামে ২য় ইপিজেড কর্ণফুলী ইপিজেড চালু করা হয় (Fakir et al, 2013; Hasan & Ali, 2019)। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগীয় শহর এবং জেলায় ইপিজেড প্রতিষ্ঠা অর্থনীতিতে এক ধরনের গতি এসেছে।

জাতীয় অর্থনীতিতে ইপিজেড- এর অবদান মূল্যায়ন

রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল মূলত বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ ও রপ্তানী বাড়ানোর জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে (Rifat, 2024) ।

ক্রমিকনং	ইপিজেড অঞ্চলের নাম	অপারেশনের সংখ্যা	বিনিয়োগ (মিলিয়ন-ইউএসডলার	জনবলের সংখ্যা (স্থানীয়)	জনবলের সংখ্যা (বিদেশী/বহিরাগত)
০১.	মোট: টাইপ-এ	৩৬৩	৩৭০৭	৩১৩১০৪	১৯৯০
০২.	চট্টগ্রাম	৯৬	১১২৪	৯৪০৩৮	২৬০
০৩.	ঢাকা	৮৯	১২৪৯	৭৪৯৬৯	৫২২
০৪.	মংলা	৩৩	৫৫	৩৬৯৭	৩২
০৫.	ঈশ্বরদী	১৭	৬৪	৬২১৭	৬৩
০৬.	কুমিল্লা	৪৫	২৪৫	২৪৩১৪	১৯৮
০৭.	উত্তরা	১৫	১৬৩	২২৭১২	৩৮১
০৮.	আদমজী	৩৫	৩১০	২৭৮০৬	১৬০
০৯.	কর্ণফুলী	৩৩	৪৯৭	৫৯৩৫১	৩৭৪
১০.	মোট: টাইপ-বি	৯৩	৪৮১	৪৭০৯৭	১৩১
১১.	চট্টগ্রাম	২৪	১২৪	২০০৮৮	২৮
১২.	ঢাকা	১৮	৪২	৩২৩	২১
১৩.	মংলা	৯	৩	৪৮	০

১৪.	ঈশ্বরদী	৫	২৯	৫৪৪	০
১৫.	কুমিল্লা	১৫	১১০	৪৭৬৮	৩৩
১৬.	উত্তরা	১	০	০	০
১৭.	আদমজী	১৬	১৩৬	১৬৫৩৪	৪৯
১৮.	কর্ণফুলী	৫	৩৮	১৮৮৪	০
১৯.	মোট: টাইপ- সি	২১৯	১১০২	১০১২৫৯	৯৩
২০.	চট্টগ্রাম	৬০	৫২৪	৬১৭৪৯	৩১
২১.	ঢাকা	৩৩	২৩৪	৭৯৪১	২১
২২.	মংলা	১৮	২৭	৪৭০	২
২৩.	ঈশ্বরদী	২২	৬০	৫৯১২	১৫
২৪.	কুমিল্লা	২৪	৩১	২৫৬৭	৩
২৫.	উত্তরা	২২	৪১	৩৯০৮	৪
২৬.	আদমজী	২৪	১০৮	১০৫৮৩	১৪
২৭.	কর্ণফুলী	১৬	৭৭	৮১২৯	৩
২৮.	সর্বমোট (গ্রান্ড টোটাল)	৬৭৫	৫২৯০	৪৬১৪৬০	২২১৪

টেবিল ০১: ইপিজেড- এর জনবল ও অন্যান্য কার্যক্রমের পরিধি (Bangladesh Bank, 2019; BEPZA, n.d)।

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি বিশেষ করে শিল্পায়ন স্থাপন ইত্যাদি বিষয়াবলী ত্বরান্বিত করার জন্য ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই এ দেশে রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মূলত দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করণে বিভিন্ন উদ্যোগ ও কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। ফলে ১৯৮৩-৮৪ খ্রিষ্টাব্দের দিকে চট্টগ্রাম রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। পরবর্তীতে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট আটটি সরকারী ইপিজেড প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। উপর্যুক্ত টেবিলে ১০০% বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সম্পৃক্ততাকে লক্ষ্য করে এ সকল ইপিজেডকে টাইপ-এ নির্ধারণ করা হয়েছে। আবার বাংলাদেশ ও বিদেশী বিনিয়োগকারী যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলকে বি-টাইপ আখ্যায়িত করা হয়েছে। অন্য দিকে শুধু বাংলাদেশী নাগরিকদের অর্থায়নে পরিচালিত ইপিজেডকে সি-টাইপ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে (Bangladesh Bank, 2019; BEPZA, n.d)।

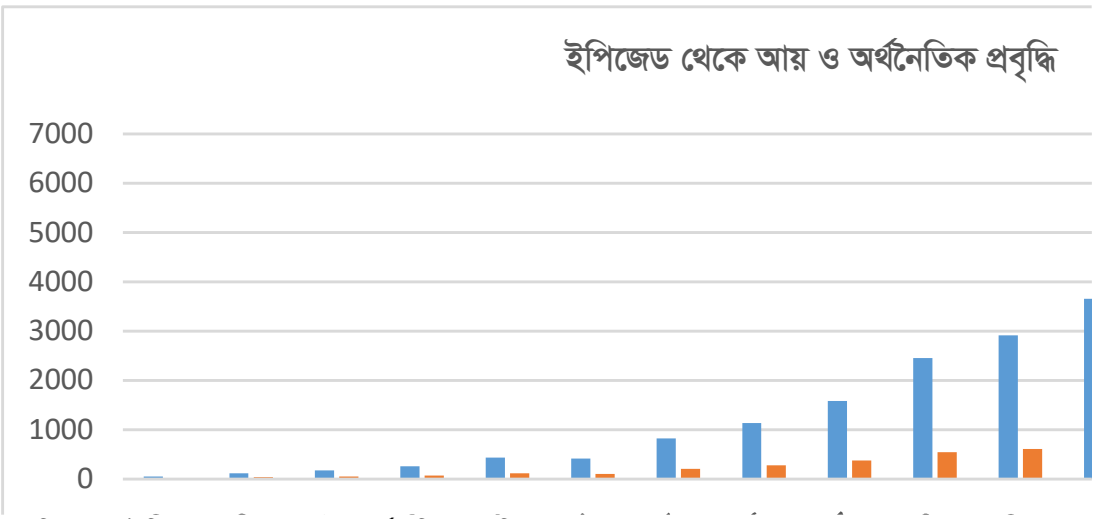

চিত্র ০২: ইপিজেড থেকে আয় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Bangladesh Bank, 2019; BEPZA, n.d)।

ইপিজেড প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮৮-৮৯ থেকে ২০১৯-২০ অর্থ বছর মূল্যায়ন করলে এটা স্পষ্ট হয় যে এ সময় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অভ্যন্তরীন বাজারে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছরে তা ছিল ৫০.৮ (কোটি- টাকায়) এবং যার ইউএস ডলারে মূল্য ছিল ১৬ মিলিয়ন। ১৯৮৯ -৯০ অর্থবছরে তা ছিল ১১১.০ (কোটি- টাকায়) এবং যার ইউএস ডলারে ছিল ১৬ মিলিয়ন। ১৯৮৮-৮৯ থেকে ২০১৯-২০ অর্থ বছর মোট আয় ছিল ৪১৯০৫.১ কোটি টাকা এবং একই সময়ে যার ডলার মূল্য ছিল ৪৯৪৪ মিলিয়ন ডলার (Bangladesh Bank, 2019; BEPZA, n.d)। গত তিন মাসে (জুলাই- সেপ্টেম্বর, ২০২০) আটটি ইপিজেড এ মোট ৮১.০৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে। অন্যদিকে ৬,৫৩৬ জন বাংলাদেশী নাগরিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও ২০২০-২১ অর্থবছরের ১ম কোয়াটারে রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের পণ্যেও মূল্য ছিল ১৫৭৯.৬১ মিলিয়ন ইউএস ডলার (BEPZA, n.d)। কোভিড-১৯ এর সময়কালেও প্রায় সাড়ে তিন কোটি ডলারের নতুন বিনিয়োগ এসেছে (বণিক বার্তা, ২০২২)। ২০২১ অর্থবছরে ৬.৬৩ বিলিয়ন ডলার আয় করা হয়েছে। অন্যদিকে ২০২২ এ মোট রপ্তানী আয় জিডিপির ১৬.৬৫% ছিল (হোসাইন, ২০২২)।

ইপিজেড- এর চ্যালেঞ্জসমূহ বিশ্লেষণ:

বাংলাদেশের কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে শিল্পায়ন ভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় রূপান্তরিত হচ্ছে। ১৯৮০ দশকে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের যাত্রা স্বপ্ন পরিমাণে শুরু হয়। ১৯৯০ দশকে তা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। ১৯৭৭-২০১০ খ্রি. সময়ে মোট এফডিআই এর পরিমাণ ছিল ৮৯২৭.৯ মিলিয়ন এবং যার মধ্যে ২০০৬ -২০১০ খ্রি. সময়কালে তার পরিমাণ ছিল ৪১৫৮.৬৩ মিলিয়ন ডলার। মূলত এ বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ দুটো ক্ষেত্রে যেমন রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল এবং নন-ইপিজেড অঞ্চলে বিনিয়োগ করা হয়েছে। নন-ইপিজেড অঞ্চলে বিনিয়োগ করা হলেও সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। যেমন ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের অগাস্ট পর্যন্ত ইপিজেড এ ৫৩.১৮ মিলিয়ন (ইউএস) বিনিয়োগ হয়েছে এবং ১৭৮২ (এক হাজার সাতশ বিরাশি) জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এ সকল এফডিআই দেশের বিভিন্ন কাজে ব্যয় হয় এবং জিডিপিতে অবদান রাখছে। এ সকল বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ মূলত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। যদিও এফডিআই-এর কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে যা পরোক্ষভাবে ইপিজেড এ প্রভাব বিস্তার করে। এফডিআই এর চ্যালেঞ্জসমূহ যথাক্রমে আর্থ-সামাজিক অচলাবস্থা ও অবকাঠামোগত সমস্যা, দক্ষ জনশক্তির অভাব, এনার্জি সরাবরাহের সমস্যা, দুর্নীতি, প্রশাসনিক জটিলতা, অস্বচ্ছতা, বিভিন্ন নীতি ও আইনের অবাস্তবায়ন, সরকারের নীতি দ্রুত পরিবর্তন ও ট্রেড ইউনিয়নের অসম প্রতিযোগিতা ইত্যাদি (Khan and Sultana, 2013)।

বিদেশী বিনিয়োগকারীরা অনেক সময় দীর্ঘ সময় ক্ষেপণ, প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের জটিলতা, দুর্নীতি ইত্যাদি বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে ইপিজেড সংশ্লিষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হন। যদিও এ সমস্যা সমাধানে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় উপর্যুক্ত সমস্যা সমাধানে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। অন্যদিকে পর্যাপ্ত স্থান না থাকায় অনেকে বিনিয়োগে আগ্রহী নয় (বণিক বার্তা, ২০২২)। অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য শিল্পায়ন একটি দেশের অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশে শিল্পায়নের বিবিধ চ্যালেঞ্জ রয়েছে (Sarker, 2005)।

তথ্যপ্রযুক্তি ইপিজেড এ মানানসই করে মোকাবেলা করা এখন অন্যতম চ্যালেঞ্জিং বিষয়। যেমন বেপজা এর নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল আবুল কালাম মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান বলেন- কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অটোমেশনেও গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। ফলে প্রযুক্তি এলে আমাদের মানুষ তা রপ্ত করতে পারবে এবং ভবিষ্যতে বহির্বিশ্বে দক্ষ কর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে। অন্যদিকে এখন এআইয়ের (আর্টিফিশিয়েল ইন্টিলিজ্যান্স) যুগ। বায়ররা শুধু পণ্যেও মানই নয়, আধুনিক প্রযুক্তি, এআই ও ডিজিটাল প্লাটফর্ম ব্যবহার করেছেন কিনা, সে সম্পর্কে দেখভাল করেন। সেজন্য আমরা প্যারাডাইম শিফট করছি (বণিক বার্তা, ২০২৫)।

আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ইপিজেড এর উন্নতি এবং বিনিয়োগকারীদের এ দেশে বিনিয়োগ করতে অনেক বেগ পেতে হচ্ছে। যেমন, শিল্পপতিদের মধ্যে একটি সাধারণ উদ্বেগ হল বেপজার আমলাতান্ত্রিক কাঠামো। অনেক ক্ষেত্রে, অনুমতি এবং লাইসেন্স পেতে কয়েক মাস সময় লেগে যায়, যেখানে প্রতিবেশী ভারতের মতো দেশে কয়েক দিনের মধ্যে অনুরূপ নথিগুলি সুরক্ষিত করা যায়। অন্যদিকে যেখানে লাল ফিতা (Red Tape) বা আমলতান্ত্রিক জটিলতা আছে, সেখানে প্রায়ই দুর্নীতি হয়। ঘুষ ও অনৈতিক চর্চার অভিযোগও উঠে এসেছে। এই ধরনের সমস্যা সম্ভাব্য বিদেশী বিনিয়োগকারীদের কাছে ভুল সংকেত পাঠাতে পারে, যারা বাংলাদেশে কার্যক্রম স্থাপন করতে আগ্রহী (Syed Tashfin Chowdhury, 2025)।

ইপিজেড-এর সম্ভাবনাসমূহ আলোচনা:

ইপিজেড এর মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ বেড়েছে। একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, ৯৬ বিলিয়ন ডলারের ইপিজেড পণ্য গত চার দশকে রপ্তানি করা হয়েছে। এছাড়াও দেশি ও বিদেশী উদ্যোক্তার ইপিজেড এ বিনিয়োগ করার প্রতিযোগিতা তুলনামূলকভাবে বেড়েছে। দেশের বেকারত্ব দূরীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ইপিজেড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে (বণিক বার্তা, ২০২২)।

বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট ইপিজেড-এ ৩৩৩ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। প্রায় ১১০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ নেট মিটারিং পদ্ধতিতে গত ৭ বছরে যুক্ত হয়েছে যার ৫৫% ভাগ বাণিজ্যিক ভবনের মাধ্যমে এসেছে। মূলত ৫৫.৬% ভাগ শিল্প উৎপাদনে কার্বন ডাই অক্সাইড নেট মিটারিংয়ের মাধ্যমে নিঃসরণ কমেছে। নেট মিটারিংয়ের সুবিধা দেওয়া হলে রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে মাত্র ৩০ ভাগ এলাকা থেকে প্রায় ৩৩ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব (প্রতিদিনের বাংলাদেশ, ২০২৪)।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ইপিজেড দেশের বিনিয়োগে ধারাবাহিকতা, রপ্তানী আয়, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদিতে ব্যাপক অবদান রাখছে। ২০২২ অর্থবছরে ৬৪,১৬০ জন বাংলাদেশের নাগরিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে বেকারত্বের সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অদূর ভবিষ্যতে ইপিজেড এ তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে (হোসাইন, ২০২২)।

ইপিজেড এর কারণে আয় বেড়েছে। যেমন বেপজা এর নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল আবুল কালাম মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান বলেন- 'বেপজার জোনগুলোতে বিনিয়োগ ৭.০৮ বিলিয়ন ডলার, যার মধ্যে এফডিআই ৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি। অর্থাৎ- দেশের মোট এফডিআইয়ের ছয় ভাগের এক ভাগ এসেছে মাত্র ০.০০১% জমিতে। ইপিজেড এর প্রতি একর জমি থেকে বছরে গড়ে সাড়ে ১০ কোটি টাকা আমাদের অর্থনীতিতে যোগ হয়, এটা বেপজার অনেক বড় একটি অবদান (বণিক বার্তা, ২০২৫)।

উপসংহার:

১৯৮০ দশকের শুরু হওয়া ইপিজেড এর ধারণা ও নানান অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ইপিজেড বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত সরকারী আটটি ইপিজেড বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে উদ্যোক্তা, মালিক, এবং বিনিয়োগকারীকে নানানভাবে উৎসাহিত করছে। ইপিজেড এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, শিল্পায়ন সচল ও চালু করা ও টেকসই বিনিয়োগ ইত্যাদি সুচারুরূপে পরিচালনা করার জন্য সরকারী বিভিন্ন ধরনের আইন ও নীতি প্রণয়ন করেছে যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা মেনে চলতে বাধ্য।

বাংলাদেশে ইপিজেড প্রতিষ্ঠা ও বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ মূলত দেশের অর্থনৈতিক গতি ও প্রকৃতি সচল রেখেছে। যেমন ১৯৮৮-৮৯ থেকে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে জিডিপিতে মোট আয় ছিল ৪১৯০৫.১ কোটি টাকা এবং একই সময়ে যার ডলার মূল্য ছিল ৪৯৪৪ মিলিয়ন ডলার। ইপিজেড যেমন দেশের জন্য আয় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে তেমনি বিনিয়োগকারীরা অনেক সময় এ দেশে বিনিয়োগ করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন। এ জাতীয় বিষয়াবলী সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আরো সোচ্চার হলে এ দেশে বিনিয়োগ আরো বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশে মজুরী কম হওয়া সত্ত্বেও যে পরিমাণ বিনিয়োগ ও উৎপাদন হওয়া উচিত তা বাড়াতে সংশ্লিষ্ট মহলকে আরো উদ্যোগ নিতে হবে। তাহলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যাবে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য ইপিজেড এর চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে টেকসই পদক্ষেপ নিতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১. আলম, খ. এবং চৌধুরী, ত. ফ. (ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০১৬). A catalyst for investments: Prospects
   a. and challenges. *The financial express*. The *Financial Express.* Retrieved on April 12, 2023 from https://thefinancialexpress.com.bd/views/analysis/a-catalyst-for-investments-prospects-and-challenges

২. জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬. (২০১৬). জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬. *শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ,* Retrieved on June
   a. 03, 2024 from https://bangladesh.gov.bd/sites/default/files/files/bangladesh.gov.bd/policy/d3d43078_64ad_4102_94cb_23722058dfdd/68.%20%E0%A6%9C%E0

৩. প্রতিদিনের বাংলাদেশ. (২০২৪). ইপিজেডে ৩৩৩ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব, *প্রতিদিনের বাংলাদেশ,*
   a. Retrieved on June 03, 2024 from https://protidinerbangladesh.com/national/99853/%E0%A6%87%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E

৪. বণিক বার্তা. (অক্টোবর ১৪, ২০২২). সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় থাকুক, *বণিক বার্তা,* Retrieved on
   a. June 03, 2024 from https://bonikbarta.net/home/news_description/316713/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%

৫. বণিক বার্তা. (আগস্ট ১২, ২০২৫). ৪৫ বছরে বেপজা : ইপিজেড, স্বাধীনতার পর দেশের সবচেয়ে সফল উদ্যোগ, *বণিক*
   ধ. *বার্তা,*https://www.bonikbarta.com/magazine/bepza/GuNEAwBUTsAdJnoU?fbclid=IwY2xjawMgpcFleHRuA2FlbQIxMQABHvB0soh8nyV_dzhDr7BPRvrFbzYO1kEpcPx2HcGAHN3K6a9YzTebrAmnTuu0_aem_h1Aq0ZLfCuF0GbRoq_k2eQ

৬. হোসাইন, সাদ্দাম. (২০২২). ইপিজেড রপ্তানী আয়ে রেকর্ড, *dhakatribunev,* Retrieved on June 03,
   a. 2024 from https://bangla.dhakatribune.com/economy/59469/%E0%A6%8

৭. রায়হান, জহির. (২০২২). বিনিয়োগ, রপ্তানি ও কর্মসংস্থানে ইপিজেডের রেকর্ড প্রবৃদ্ধি, *The Business*
   a. *Standard,* Retrieved on June 03, 2024 from https://www.tbsnews.net/bangla/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF/news-details-111610

৮. Alam, Md. M., Molla, R. I., & Murad, Md. W. (2014). MALAYSIA'S
   a. PROACTIVE ECONOMIC ZONE REGIME AS A MODEL TO EMULATE FOR SUCCESS OF BANGLADESH ECONOMIC ZONE SCHEME. *The Journal of Developing Areas*, *48*(2), 399–407. http://www.jstor.org/stable/23723982

৯. Bangladesh Bank. (n.d.). Export of Export Processing Zones (EPZ), *Bangladesh*
   a. Bank, Central Bank of Bangladesh, https://www.bb.org.bd/en/index.php/econdata/epzexp

১০. BEPZA. (n.d.). Financial Growth, *Bangladesh Export Processing Zone*
   a. *Authority,*https://www.bepza.gov.bd/content/financial-growth

১১. Chowdhury, S. T. (August 17, 2025. BEPZA at 45: achievements, obstacles, and future.*THE*

ধ. *FINANCIAL EXPRESS*. https://thefinancialexpress.com.bd/views/reviews/bepza-at-45-achievements-obstacles-and-future

১২. Fakir, A N M Asaduzzaman & Miah, Muhammad & Hossain, Md. (2013). Export
a. Diversification and Role of Export Processing Zones (EPZ) in Bangladesh. ASA University Review. Vol. 7. 89-105. 10.6084/m9.figshare.4128873.

১৩. Hasan, S. B., & Ali, M. K. (2019). The Role of Export Processing Zones on
a. Bangladesh National Economy. *Global Scientific Journal*, 7(7), 452-467.

১৪. Khan, A., & Sultana, M. (2013). Impact of Foreign Direct Investment on the
a. Exports: Bangladesh Perspective. *Jagannath University Journal of Business Studies*, *3*(2), 55-68.

১৫. Kafi, M. A., Mainuddain, M., & Islam, M. M. (2007). Foreign direct investment in
a. Bangladesh: Problems and prospects. *Journal of Nepalese Business Studies*, *4*(1), 47-61.

১৬. Rifat, Adnan. (2024). An overview of EPZ Labour Act 2019 and detailed
a. comparison between Bangladesh Labour Act 2006 and EPZ Labour Act 2019.Link:https://www.researchgate.net/publication/377075891_An_overview_of_EPZ_Labour_Act_2019_and_detailed_comparison_between_Bangladesh_Labour_Act_2006_and_EPZ_Labour_Act_2019

১৭. Rayhan, M. A. (2009). Foreign direct investment in Bangladesh: Problems and
a. prospects. *ASA University Review*, *3*(2), 101-113.

১৮. Sarker, M. A. R. (2005). Prospects and challenges of industrialization in
a. Bangladesh. *Bangladesh Economic Association, Dhaka*.